Registered No. 15.

অমৃত বাজার পত্রিকা

৫ম ভাগ | কলিকাতাঃ— ২৮ শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার সন ১২৭৯ সাল। ইং ১২ ই ডিসেম্বর, ১৮৭২ খৃঃ অব্দ | ৪৪ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

কুসুম কুমারী নাটক।

দ্বিতীয় সংস্করণ অল্প মূল্যে [৸৵০] বিক্রীত হইতেছে। মফস্বলের ডাক মাশুল এক আনা। কলিকাতা শোভাবাজারের রাজবাটিতে আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ।

উজীর পুত্র

প্রথম পর্ব্বের মূল্য ৸৶ আনা ডাক মাশুল ৵ আনা, দ্বিতীয় পর্ব্ব কি ফর্ম্মার মূল্য অর্দ্ধ আনা॥

কলিকাতা সভাবাজার
শ্রীযুত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ

সচিত্র রহস্য সন্দর্ভ।
বাৎসরিক মূল্য ২।৵।
সম্পাদক শ্রী প্রাণনাথ দত্ত।
নিমতলা ৭৮ নং কলিকাতা।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয় হইয়া থাকে।

সুরধুনী কাব্য ১ম ভাগ	১
লীলাবতী নাটক	১০
নবীন তপস্বিনী নাটক	১
সধবার একাদশী প্রহসন	১
বিয়ে পাগলা বুড়ো প্রহসন	৸০
জামাই বারিক প্রহসন	১
দ্বাদশ কবিতা	॥০

সচিত্র গুলজার নগর।

রহস্যজনক কাব্য (novel) ইহাতে কলিকাতার সামাজিক নিয়ম ও শাসন প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। রোজারিও কোর, কলেজ ষ্ট্রিট, বরদা মজুমদারের, গরাণহাটা বৃন্দাবন বসাকের গলির মোড়ের দোকানে ও সংস্কৃত ডিপজিটরিতে পাওয়া যায়। মূল্য ৸০ ডাক মাসুল ৵।

সর্পাঘাত।

অর্থাৎ মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাত চিকিৎসা দ্বিতীয় সংস্করণ। ডাক্তার ফেরার সাহেব এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন ও মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মালবৈদ্যদের হাতে রোগী মরেনা ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট সর্পাঘাত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। মূল্য সমেত ডাক মাশুল।৵০ ছয় আনা।

শ্রীচন্দ্র নাথ রায়
কলিকাতা বহুবাজার।

সংগীতসমালোচনী।

কতিপয় সঙ্গীত বেত্তার সাহায্যে শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল।৵০ আনা প্রতি খণ্ডের মূল্য।৵০ আনা॥ গ্রাহক গণ অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে শ্রীযুক্ত হরমোহন ভট্টাচার্য্যের নামে পত্র ও মূল্যাদি পাঠাইবেন। যাঁহারা টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাঁহারা আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

অবলাদর্পণ স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক পুস্তক ১৯২ পৃষ্ঠা, মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১ টাকা।

অনুবাদক শ্রীদীননাথ সেন বি, এ
গোহাটি হাই স্কুল॥

নিম্ন লিখিত পুস্তকদ্বয় কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিং লাইব্রেরি ও নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞান সার।

উপক্রমণিকা।

ইহাতে পদার্থ বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভুগোল, ভাস্তুদ্ বিদ্যা, শারীর প্রকৃতিতত্ত্ব, জ্যোতিষ, রসায়ণ প্রভৃতি ৬৩ খানি চিত্রসহ লিখিত আছে। ১৮৭৩ সালের ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট সমুদায় বিজ্ঞানই ইহাতে আছে। ২২২ পৃষ্ঠা পুস্ক মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল ৵০ আনা।

লীলাবতী (১ম ভাগ)।

সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত অঙ্ক পুস্তক। পাটিগণিতের অনেক সহজ সঙ্কেত ইহাতে আছে। মূল্য ॥০ আনা ডাক মাসুল /০ আনা।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

কলিকাতা বুক এজেন্সী আফিস

বিজ্ঞাপন

আমরা সাধারণের উপকারার্থে উপরোক্ত কার্য্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছি। যাহাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র ও কর্ত্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিরা কলিকাতার নিয়মে পুস্তকাদি প্রাপ্ত হইতে পারেন তাহাই আমাদিগের অভিলাষ।

যাঁহাদিগের পুস্তকাদির প্রয়োজন হইবে তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিলেই পাইবেন। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত বিদেশে পুস্তকাদি প্রেরণ করা যায় না ও কমিশন দেওয়া হয় না।

কলিকাতা) শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।
নর্ম্মাল স্কুল) কলিকাতা বুক এজেন্সী আফিসের ম্যানেজার

পাবনা মেডিক্যালহল।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার
ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধি।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহারা এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার প্রিজারভার।

অর্থাৎ

[যুবা ও মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্লবর্ণ কেশ যদ্দারা পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ হয়।]

হেয়ার প্রিজারভার কিছু দিন প্রণালী পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে, শুক্ল বর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ হইবে, কেশ ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্মের প্রকৃত সুখাবস্থা হইবে।

ইহার মূল্য প্রতি সিসি ,, ,, ,, ,, ১ টাকা
ঐ ডাক মাস্থল সহিত ,, ,, ,, ,, ১।৶

শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার
হিম সাগর তৈল।

যাঁহারা সর্ব্বদা অতিশয় পীড়া ও মানসিক চিন্তার জন্য মাথার বেদনা ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী। প্রতি দিন কিছু কিছু মাথায় মাখিলে বেদনা ও অবসন্নতা ক্রমে ক্রমে একেবারে যাইবে। বায়ু প্রধান ধাতুর পক্ষে ও শিরঃ শূল গ্রস্ত রোগীর পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী।

ইহার প্রতিসিসির মূল্য ,, ,, ,, ১ টাকা
ঐ ডাক মাস্থল সহিত ,, ,, ,, ১।৶ টাকা

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার
কলেরা ক্যাম্ফার।

অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের কর্পূরের আরক। মাত্রা একবিন্দু হইতে বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত, মূল্য আদ ঔন্স সিসি বার আনা, এক ঔন্স সিসি একটাকা ও দুই ঔন্স সিসি ১।।০ টাকা। ডাক মাস্থল প্রত্যেকের চারি আনা।

বিলাতি যতপ্রকার ওলাউঠা রোগের ক্যাম্ফার আছে, তাহা অপেক্ষা ইহা মৃদু, উপকারী, ও সহজ ব্যবহার্য্য। প্রত্যেক ব্যক্তির এক এক সিসি রাখা উচিত।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড মধুমেহ, অর্শ, বহু মুত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ বিক্রয়ার্থ "পাবনা মেডিক্যাল হলে" প্রস্তুত আছে

ঔষধের মূল্যের জন্য যাহারা পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প পাঠান তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া আদ আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প পাঠান।

ন্যাসনাল থিয়েটার

নীলদর্পণ অভিনয়।

গত শনিবারে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। নাটকের অভিনয় কলিকাতা সহরে বা মফঃসলেও নূতন নহে। কিন্তু এ সেরূপ অভিনয় নহে। খোসপোশাকী বাবুদিগের বৈঠকী সকের অভিনয় নহে। সে সকলের স্থায়ীত্ব অনেক অব্যবস্থিত চিত্তের প্রসাদের উপর নির্ভর করে, তাহাতে প্রায়ই সাধারণের মনোরঞ্জন হইবার সম্ভাবনা নাই। নীলদর্পণের অভিনেতৃগণ সমাজ বদ্ধ হইয়া এই অভিনয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহারা টিকিট বিক্রয় করিতেছেন ও সেই অর্থে অভিনয় সমাজের উন্নতি ও পুষ্টি সাধন করিবেন মানস করিয়াছেন। আমরা একান্ত মনে তাঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। এখন সকলে দেখিতে পারিবে অভিনয় ক্রিয়া চিরস্থায়িনী হইবে। মাছের তৈলে মাছ ভাজা চলিবে, কাহারো খোসামোদ করিতে হইবে না। আর এরূপ অভিনয় সমাজ দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আর একটি মহৎ ফল ফলিবে। উপযুক্ত গ্রন্থকারগণ নাটক লিখিতে উৎসাহিত হইবেন, ভরসা আচিরাৎ আমরা দুই এক খানি ভাল নাটক পাঠ করিতে পাইব।

অভিনয় সুচারু হইয়াছিল। আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি। প্রথমে সূত্রধর যখন গানের পর 'আমাকে অর্থ লোভীই বলুক আর যে যা বলুক, আমি দর্শকবর্গের উৎসাহ পাইলেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে পরাঙ্মুখ হইব না' এই বলিয়া কিঞ্চিৎ সদর্প, কাতর স্বরে নিজ মনোবেদনা নিবেদন করিলেন, তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, বাস্তবিক তিনি অসারগ্রাহী অল্প বিবেচক লোক কর্ত্তৃক কটুবাক্যে পীড়িত হইয়াছেন। কিন্তু রঙ্গ সাহিত্য সমাজ তাঁহাকে উৎসাহ দানে কখনই বিমুখ হইবে না। আমরা ভরসা করি, এই অভিনয় সমাজ সকল বৈরী বাক্য অবহেলা পূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধনে নিযুক্ত থাকিবেন॥

নীলদর্পণ নাটক দেশ প্রসিদ্ধ। ইহার গল্প ভাগ অনেকেই জানেন। কিন্তু একথাও বলিতে হয় যে গত শনিবারে নীলদর্পণের "নবযৌবন" হইয়াছে। শ্বেতাঙ্গগণের পক্ষপাতত্ব ও অত্যাচার অনেকেই মধ্যে মধ্যে দেখিতেছেন কিন্তু তথাপি সেই সকল কার্য্য রঙ্গভূমিতে অভিনীত দেখিলে এক রূপ অপরূপ মনোভাব মনোমধ্যে প্রকটীত হইতে থাকে। সংসারে নানা প্রকৃতির শঠ ও বিশ্বাস ঘাতক লোক আছে, কিন্তু হয়াগো চারিত্র রঙ্গভূমিতে দেখিয়া মনোমধ্যে ঘোরতর ঘৃণা জন্মে। নূতন ফৌজদারি কার্য্য বিধি আইনের ফলাফল বিচার অনেকেই করিয়া মনে মনে ক্রন্দন করিতেছেন, কিন্তু রঙ্গস্থলে যখন নবীন মাধব বলিলেন যে, "আবার যে নূতন আইন চলিবে শুনিতেছি তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ" বাক্য কয়েকটী উচ্চারিত হইবামাত্রেই দর্শক মণ্ডলী মধ্যে যে কোলাহল উপস্থিত হইল, তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। কিন্তু আর অরণ্যে রোদনে ফল কি? আমরা অভিনয় সমালোচনে ফৌজদারী কার্য্য বিধির কথা পাড়িলাম। এমনি দুর্দ্দশাই হইয়াছে, সকল কথাতেই দুঃখের কান্না চক্ষে আইসে। যাহা হউক অভিনেতৃগণ সম্বন্ধে কিছু বলা বোধ হয় কর্ত্তব্য হইতেছে। নীলদর্পণের গুণানুবাদ করিবার আবশ্যক নাই এবং দীনবন্ধু বাবু পরিচিত গ্রন্থকার, তদীয় প্রশংসাবাদও নিষ্প্রয়োজন।

আর একটী কথা বলিতে হইতেছে। নীলদর্পণ অভিনয়ের প্রকৃত স্থান কলিকাতা নহে। মফস্বলে যে কাণ্ড হইতেছে তাহা কলিকাতার লোকেরা প্রায়ই জানিতে পারেন না॥ যখন নীলকর সাহেবের পদাঘাতে গরিব রাইয়ত ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল তখন কলিকাতা বাসী দর্শক মণ্ডলী মধ্যে উচ্চৈস্বরে হাস্যধ্বনি উঠিল। কয়েকটি পল্লীগ্রামের ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন তখন তাঁহারা ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাহাতেই আমরা বলি যে, এই নীলদর্পণ একবার কৃষ্ণনগর, যশোহর বা বহরমপুরে অভিনীত হইলে ভাল হয়। আমরা ঐ সকল জেলার ধনবান জমিদারগণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা এই অভিনেতৃগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া একবার অভিনয় করাউন। আমরা চরিতার্থ হইব। নীলকর নিষ্পীড়ন আর নাই মনে করিয়া উপেক্ষা করিবেন না। মফস্বলে কি হইতেছে তাহা আর কি বলিব?

অভিনেতৃগণের মধ্যে আমরা তোরাপেরই সম্যক প্রশংসা করি। তেজস্বী, প্রভুভক্ত তোরাপের চরিত্র সুন্দর প্রদর্শিত হইয়াছিল। গোলোক বসু ও গোলক বসুর গৃহিনীর চরিত্র এক জন কর্ত্তৃকই অভিনীত হইয়াছিল। ইনি একটি পাকা লোক। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইনি গৃহিণীর চরিত্র তেমন সুন্দর রূপ দেখাতে পারেন নাই। সাবিত্রী ও রেবতী অতি উত্তম, সৈরন্ধ্রী তত ভাল হয় নাই। কিন্তু তাঁহার রোদনস্বর অপূর্ব্ব বলিতে হইবে। সরলা অতি সুশীলা, প্রকৃত ছোট বৌ বটে। আদুরি—উত্তম। আর অধিক সমালোচনের প্রয়োজন নাই। সকলেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। অভিনয় ক্রিয়াও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। আমরা নিকটে বসিয়া ছিলাম দৃশ্য সকলের বর্ণ চাতুর্য্য তত উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কোন দোষও দেখি নাই। কিন্তু সঙ্গীত ভাগে কেহই তৃপ্ত হন নাই। শুনিলাম এই ন্যাসনাল থিয়েটার কোন বড় মানুষের বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। এটি একটা সামান্য কথা নহে। দেশের একটা প্রকৃতির স্ফূর্ত্তি পাইতে চলিল। এমন সকল কার্য্যের আমরা নিয়ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা। অভিনয় সমাজ চিরস্থায়ী হউক এবং দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে থাকুক।

সিবিল সরবিস পরীক্ষা।

বাবু মনোমোহন ঘোষ ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সিবিল সরবিস পরীক্ষায় প্রবেশের নিমিত্ত এখানে একটি ফণ্ড করিবার যত্ন করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য থাকে যে, এই ফণ্ডের ব্যয় হইতে বৎসর বৎসর অন্যূন ৩ জন এদেশীয় সুশিক্ষিত যুবা সিবিল সরবিস পরীক্ষার নিমিত্ত ইংলণ্ডে প্রেরিত হন, যুবকেরা ফণ্ড হইতে তাহাদের পরীক্ষার ব্যয় স্বরূপ গ্রহণ করেন এবং সিবিল সরবিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইলে সে টাকা সুদ সমেত তাঁহারা পরিশোধ করেন। মনোমোহন বাবু ইহার নিমিত্ত ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট পত্র লেখেন এবং যত দূর সাধ্য চেষ্টা পান। তাহার পর আর একবার এরূপ যত্ন করেন, তাহাতেও বিশেষ কোন ফল ফলে নাই। এদেশে যাহাদের হাতে টাকা আছে, তাহাদের সন্তান সন্ততি সিবিল সরবিস পরীক্ষা লক্ষ্য করেন না, এবং সম্ভবত সেই নিমিত্ত এবিষয়ে মনোমোহন বাবু কৃতকার্য্য হন নাই। আর একটী কারণ এই হইতে পারে। মনোমোহন বাবু যখন ইহার নিমিত্ত যত্নশীল হন, তখন তিনি তত গণনীয় হন নাই, সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবে অনেকের আস্থা জন্মে নাই। তিনি এখন সমাজে পদস্থ হইয়াছেন, তাঁহার আর একবার এবিষয়ের যত্ন করিলে ক্ষতি কি? বিশেষতঃ পাতিয়ালার মহারাজা পঞ্জাবী যুবকদিগের নিমিত্ত এই রূপ একটি ফণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন॥ বোধ হয় এখন একটু উদ্যোগী হইলে তিনি পূর্ব্বের মত নৈরাশ না হইতে পারেন॥ এবিষয়ে আর একটি সুযোগ দেখা যাইতেছে॥ দেশের মধ্যে এক্ষণ লোকের রাজনীতি বিষয়ক ক্ষমতা প্রাপ্তির আশা ক্রমে প্রবল হইতেছে এবং উহা আমাদের প্রাপ্ত হইবার একমাত্র দ্বার সিবিল সরবিস। বৎসরে যদি ২ জন যুবা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাহা হইলে ১০ বৎসরে কুড়ী জন এদেশীয় সিবিলিয়ান হইতে পারেন এবং ইঁহারা এক দিন না এক দিন কোন এক রাজনীতি বিভাগের কর্ত্তৃত্ব পদ অনায়াসে পাইতে পারেন। আমরা যদি এইরূপে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিভাগে প্রবেশ করিয়া কতক কতক আধিপত্য করিতে পারি, তাহা হইলে বোধ হয় দেশ হিতৈষী ব্যক্তিদিগের অনেক মনোরথ পূর্ণ হইবে॥ সম্ভবতঃ দৈশীয় সিবিলিয়ানগণের কোন রূপ স্বাধীন পদ প্রথমতঃ প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত সহজ হইবে না, কিন্তু কালে যে গবর্ণমেণ্ট দেশীয়দিগের স্বতঃসিদ্ধ সত্ব দিতে বাধ্য হইবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই॥ এবং যে গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে উচ্চতম বিচারাসনে স্থান দিয়াছেন, পোলিসের প্রধান পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, পবলিক ওয়ার্কের কর্ত্তৃত্ব পদে মনোনীত করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা সকল বিষয়েই আশা করিতে পারি। কিন্তু এদেশীয় যুবকগণের ইংলণ্ডে যাওয়ার পক্ষে প্রকৃত দেশ হিতৈষীগণের একটি বিশেষ আপত্তি হইতে পারে। এ পর্য্যন্ত এদেশ হইতে যত যুবা ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন, তাহার সকলই প্রায় হিন্দু রীতি নীতি পরিত্যাগ করিয়া সাহেবের সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন। ইংলণ্ড প্রত্যাবর্ত্তিত যুবকেরা এই মানসিক দৌর্ব্বল্য দ্বারা যে আমাদের অনেক আশা পূর্ণ হইতে দিতেছেন না তাহা বলা বাহুল্য। ছেলে সাহেব হইয়া যাইবে, বন্ধু বান্ধব সাহেব হইয়া যাইবে, ভ্রাতা সাহেব হইয়া যাইবে, এই ভয়ে যে অনেকে অনেক সময় ইংলণ্ড গমনের বিপক্ষতা করেন তাহা আমরা বিশেষ করিয়া জানি। স্বদেশ হিতৈষিরা যখন ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত যুবকদিগকে

নিজ গৃহে না আসিয়া হোটেলে বাসা করিতে দেখেন, যখন দেশীয় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান না করিয়া সাহেবের অনুকরণ পূর্ব্বক কোট হ্যাট পরিধান করিতে দেখেন, যখন দেশের দীর্ঘকালের রীতিনীতি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া সাহেব বলিয়া পরিচিত দিতে দেখেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে শক্তিশেল প্রবেশ করে, আমাদের দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া ঘৃণা উপস্থিত হয়, এবং ইংলণ্ডে যুবকদিগকে পাঠান কেবল বিড়ম্বনা বোধ করেন। আমাদের বোধ হয় মনোমোহন বাবু এদিকে একটু দৃকপাত করিয়া যদি দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত যত্নশীল হন তবে বোধ হয় তিনি অতি সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। আমরা যতদূর যাহা জানি, ইংলণ্ড হইতে যে সমুদয় যুবকেরা এদেশে আসিয়াছেন, তাঁহারা যদি এদেশের রীতি নীতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা উভয় সাহেব ও বাঙ্গালীর নিকটে অধিক সমাদৃত হন। তাঁহাদের বর্ত্তমান দৌর্ব্বল্য,তার নিমিত্ত লোকের অনেক সময় তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা জন্মে। বাঙ্গালী সাহেবেরা ইংলণ্ড হইতে যে সমুদয় সুশিক্ষা পাইয়া আসিয়াছেন তাহারই সঙ্গে যদি ধুতি চাদর পরিধান পূর্ব্বক বাঙ্গালি সমাজে প্রবেশ করিতেন,তাহা হইলে তাঁহারা দেশের যে কত মঙ্গলই করিতে পারিতেন তাহা বলা যায় না।

পঞ্জাবে এ বৎসর কিরূপ পীড়ার প্রাদুর্ভাব গিয়াছে নিম্ন লিখিত পাঁচ মাসের তালিকা দেখিলে কতকটা বুঝা যাইবে। বসন্ত, ওলাউঠা ও জ্বর এই কয়েকটী পীড়ার বিষয় উল্লেখ করা গেল॥ এপ্রেল, মে, জুন, জুলাই ও আগষ্ট মাসে দিল্লীতে উপরোক্ত পীড়ায় চারি সহস্র লোক মরিয়াছে। অম্বালায় ছয় হাজারের অধিক, জলন্দরে সাড়ে চারি হাজার, হুসিয়ারপুরে সার্দ্ধ পঞ্চ সহস্র, গুরু দাসপুর পাঁচ হাজারের অধিক,অমৃতসরে প্রায় পাঁচ হাজার,লাহোরে ছয় হাজারের অধিক, সিয়ালকোটে প্রায় ছয় হাজার লোক মারা পড়ে॥ পঞ্জাব প্রদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৩২টী জেলা আছে। উপরোক্ত কয়েক মাসে ওলাউঠাতে চারি হাজারের অধিক লোকের মৃত্যু হয়। বসন্ত রোগে ১৫ হাজারের অধিক লোক কালগ্রাসে পতিত হয় এবং জ্বরেতে ৭২,২০০ হাজার লোকের মৃত্যু হয়।এই কয়েক প্রকার পীড়াতে এপ্রেল মাসে অন্যূন ১৪৫০০, মে মাসে ২১০০০; জুন মাসে ২১০০০, জুলাই মাসে ১৪০০০, ও আগষ্ট মাসে ২০৮০০ লোক মারা পড়ে। এবৎসর সর্ব্বাপেক্ষা ফেরজপুর, রাওলপিণ্ডি ও মুলতান অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর বোধ হয়। মুলতানে ওলাউঠা পীড়া নাই বলিলেই হয়। দিল্লী, রাওলপিণ্ডি ও লুধিয়ানায় বসন্ত রোগ অন্য স্থান অপেক্ষা কম বোধ হয়, কিন্তু অমৃতসহর ও লাহোরে অধিক প্রাদুর্ভাব॥ মুলতান, ফেরোজপুর, অমৃতসর ও লুধিয়ানায় জ্বর রোগ অপেক্ষাকৃত অল্প॥ অম্বলা, দিল্লী, জলন্দর, হুসিয়ারপুর, গুরুদাসপুর, অমৃতসর, লাহোর ও সিয়ালকোটে জ্বরের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক॥ এবৎসর এখানকার জ্বরের প্রকৃতি আমাদিগের দেশের মত, কারণ যাহার একবার হইয়াছে, তাহারে সহজে ছাড়িতেছে না এবং অতি অল্প লোকের জ্বর হয় নাই॥ একে এইরূপ পীড়া তাহার উপর ভাল ঔষধ দুষ্প্রাপ্য॥

বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্থলে প্রসন্ন বাবু নিযুক্ত হওয়ায় সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছে॥ তাঁহার স্থলে পণ্ডিত মহেশ ন্যায় রত্ন সম্ভবতঃ নিযুক্ত হইবেন॥ মহেশ ন্যায়রত্নের স্থলে কে হইতেছেন? এ দেশের প্রধান প্রধান সুশিক্ষিত লোকগুলি শিক্ষা বিভাগে কাজ করিতেছেন, অথচ ইহারা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অতি সামান্য বেতনে পড়িয়া থাকেন। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, ব্রহ্মনাথ মল্লিক,রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় যদি শিক্ষা বিভাগে নিযুক্ত না হইয়া অন্য কোন বিভাগে কাজ করিতেন, তাহা হইলে ইঁহারা এতদিন অনেক উচ্চ বেতন পাইতেন॥ উমেশ বাবু ও ব্রহ্মনাথ বাবুর কতক পুরস্কার হইয়াছে॥ কিন্তু রাধিকা বাবুকে এই দীর্ঘকাল ১৫০ টাকা বেতনে রাখা নিতান্ত অবিচার হইতেছে॥

বৃন্দাবন ভ্রমণকারী আমাদের একজন আত্মীয় মহারাণী স্বর্ণময়ীর গোচরার্থে নিম্নোক্ত বিষয়টি আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন॥ মহারাণী যে রূপ দয়ালু ও দানশীলা তাহাতে আমরা ভরসা করি এবিষয়ে তিনি একটু কটাক্ষ করিবেন॥

"বৃন্দাবনে এক সম্প্রদায় লোক আছে,তাহাদিগকে অভ্যাগত অতিথ বলে॥ ইহারা ভীক্ষোপজীবী এবং আশ্রয় শূন্য। নানাস্থান হইতে ধর্ম্মোদ্দেশে এখানে উপস্থিত হয়। ইহারা পীড়া কি বৃদ্ধাবস্থায় মুমূর্ষু হইলে পুলিন নামক একটি স্থান আছে সেখানে কখন নিজে উপস্থিত কখনও অপর কর্ত্তৃক আনীত হয়॥ এখানে আসিয়া তাহারা রৌদ্র, হিম ও নানা বিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া, অযত্নে ও নানারূপ পীড়ার যন্ত্রণায় নিরাশ্রয়ে প্রাণত্যাগ করে। তাহাদের তখনকার অসহ্য যন্ত্রণা ও দুঃখ দেখিলে পাষাণ হৃদয়েও করুণার সঞ্চার হয়। মহারাণীর কুঞ্জ এই পুলিনে এবং যে মহারাণীর দাতব্য গুণে বাঙ্গলায় সহস্র সহস্র বিদ্যালয় চিকিৎসালয় চালতেছে, যাঁহার দাতব্য গুণে বাঙ্গলার অসংখ্য দারিদ্রের কষ্ট দূর হইতেছে, যাঁহার দাতব্যগুণে সহস্র২ সদনুষ্ঠান হইতেছে, তাঁহার কুঞ্জের সম্মুখে লোক এই রূপ অনশনে, কণ্ঠ শোষে বিনা যত্নে বিনা ঔষধে এমন কি নিরাশ্রয় অনাবৃত স্থানে পড়িয়া ছটফট করিয়া মরিতেছে যখন দেখিলাম তখন আমার আরো সহস্র গুণ কষ্ট বৃদ্ধি হইল। মহারাণীর কুঞ্জে যে কামদার আছেন, তিনি অতি দয়ালু ও সৎ মনুষ্য, নিজ ব্যয়ে ও যত্নে এই সমুদয় বিপদাপন্ন ব্যক্তির সহিত অনেক সময় দেখা শুনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তথাচ লোকে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করে। আপনি যদি এটি মহারাণীর কর্ণগোচর করেন তবে তিনি যেরূপ দয়ালু ও দানশীলা তাহাতে এলোক গুলির কষ্ট অনায়াসে দূর হইবে। তাঁহার এখানে যে আয় আছে তাহার মধ্য হইতে বৎসর বৎসর দুই সহস্র টাকা যদি আর ব্যয় করেন তবে অনায়াসে ইহাদিগের থাকিবার একটু আশ্রয় ও অন্যান্য যত্ন হইতে পারে এবং এই সামান্য ব্যয়েই পশ্চিম প্রদেশে তাঁহার বদান্যতা বিস্তার হইবেক।"

কলিকাতায় রাষ্ট্র হয় যে, পণ্ডিত রমানাথ কবিরাজের মৃত্যু হইয়াছে। রমানাথ কবিরাজ ভারি লোক। কলিকাতার অনেক লোকই তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আবর্দ্ধ আছেন. সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর সম্বাদ শুনিয়া অনেকে ভারি মনদুঃখ পান, কিন্তু আমরা অতিশয় আহ্লাদের সঙ্গে প্রকাশ করিতেছি যে, তিনি জীবিত আছেন, কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং পূর্ব্বের মত চিকিৎসা ও পরোপকার ব্রতে রত হইয় ছেন।

হুগলীকলেজের বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাগবাজারের বাবু কৃষ্ণ কিশোর নিউগী সে দিবস কলিকাতার ওয়েলেসিলিয়ান স্কুল দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা স্কুল পরিদর্শন করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া আসিয়াছেন।

গবর্ণর জেনারেল অদ্য বৈকালে ৫টার সময় কলিকাতায় পৌহুছিবেন। কলিকাতার যাবতীয় ইউরোপীয় ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁহাকে যথা সম্ভাষণ করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট হাউসের নিকট উপস্থিত থাকিবেন। লেপ্‌টনেণ্ট গবর্ণর ও স্থানীয় কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে হাবড়াতে যথা সম্মান পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। তিনি আরমানি ঘাটে উপস্থিত হইলে সম্মানসূচক তোপের ধ্বনী হইবে। ঈশ্বর করেন যেন তিনি শুভক্ষণে কলিকাতায় পদ বিক্ষেপ করেন এবং আমরা তাঁহার সুনজরে পড়ি।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে, লেপ্‌টনেণ্ট গবর্ণর এবার যখন কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন রেলওয়ের প্রত্যেক ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া নিজে সকলকে ডাকিয়া কে কেমন আছ, কেমন আবাদ হইয়াছে, ব্যামোহ কোথায় কি রূপ হইতেছে জিজ্ঞাসা করেন। যে ব্যক্তি প্রজার জন্যে এত যত্ন করেন, তিনি কেমন করিয়া প্রজার কষ্ট দেখেন এবং অনিষ্টকর নিয়ম করেন, তাহা আমরা মনে কোন মতে অনুভবও করিতে পারি না।

ANENT our article on the "Census," the *Native Public Opinion* says:—

We feel thankful to our contemporary of the Amrita Bazar Pattrika for the above array of facts. Our great weakness is physical. a strong body makes its possesser a brave and active man. Bravery and activity make one adventurous, and his country famous. It is high time for natives to draw their attention to the improvement of their physical strength, seeing that they are not wanting in many other respects to cope successfully with any nation on the face of the earth. Gymnasia must be the watch word in the mouths of Natives for some time, and they should see that their women take good bodily exercise, whether it is a brisk walk on the beach or the pounding of Paddy at home. A false idea of civilization has rendered our women idle, and idleness has rendered them weak.

We need not add that the progeny of such parents cannot but possess a weak constitution.

We earnestly beg our native readers to think seriously over what has been quoted above from Amrita Bazar Pattrika.

Let the idea once prevail that it is honorable to be strong and brave and there will be no want of physical exercise in the country. Government refuses to help us here, and to exist as a nation, we must help ourselves.

———ooo———

THE *Saturday Review* in a leading article on Native Press says :—

The native press is only one among many manifestations of a newly-born many-sided intellectual energy which is making itself felt over the whole of India, and which contrasts curiously with ordinary notions of Oriental apathy. Its tone and rapid development are a sign of that new era about which the rulers themselves are becoming as eloquent as any of those whom the Hindoo editors love to call "the children of the soil." Four years after the Mutiny there were in all Bengal only five vernacular papers—one published weekly, one bi-weekly, one tri-weekly, and two daily. In eight years the number reached thirty-eight. On the Bombay side there were according to a recent estimate no less than between fifty and sixty publications of the sort, more or less successfully maintaining the struggle for existence. It is uncertain what the increase may have been for the last year or two; but almost every new number of an Indian journal makes brief announcement of a fresh addition. The price of many of these periodicals is only one pie, or half-a-farthing. Evidently India is rapidly attaining the glory of what Mr. Carlyle would call her writing era. Our fellow-subjects are actually dreaming of establishing a Hindoo "Punch." A Parsee "Punch" already exists, but it appears that its editor is too exclusive in his attention to his own particular enemies. The Hindoos have a rich vein of humour in them, and it happens that just at present Bengal is in a condition uncommoly suggestive of subjects for cartoons. One can fancy the zest with which a dusky Leech or Tenniel would caricature His Honour the Lieutenant-Governor in the act of lecturing the puzzled natives on the "advantages of Compulsory Self-Government," or amusing the Calcutta University Syndicate by challenging it to declare "What is the vernacular language of the country."

———ooo———

THE Secretary of State condescends to explain to the tax-payers of India, in the last *Gazette of India* what he has done with their money. Sometime ago he uttered in all sincerety no doubt that he was doing his best to spend the revenues for the advantage of the country. His Grace certainly did so when he invested the cash balance at his command and realised the sum of upwards of 43 lacs. It is very curious that such a fact should be mentioned with marked approbation. The thing is, our Government is so strongly determined to lock its cash up in its rusty iron safe to the detriment of the interests of the country that the action of the State Secretary was somewhat unusual. One thing is clear Government is determined not to part with its cash, and to keep it unutilized for times of emergency. The account after all confirms what the *Economist* said sometime ago regarding the pensions paid to His Grace's Officers. This lavish way of rewarding his subordinates with others money does not however exactly tally with the assertion made by His Grace that he was doing all he could to spend the revenues of India for the advantage of the country. Such grants would be impossible in India, and if the Supreme Head had dared such a thing, he would find his mistakes erelong, but in a free country like England, where the whole attention of the people is engrossed how to take care of their money, the princely grants of the duke bring no protest, but joy. We are told that his grace is devotedly attached to his own money ; so that he seldom parts with it but with the greatest reluctance. If this be a fact then His Graces liberality is easily explained. Every man has his humours, hobbys and moods and the duke has his. When in an economical mood he goes home and counts his doublins and sees that they are kept safe. But when the divinity of liberality enlivens his mind and expands his heart, he hurries from home of course by rail to the India office to distribute his blessings all round. When—

> Others money in hand 'tis given,
> It blesses like the dews of heaven.

———ooo———

THE GOVERNOR GENERAL.—We heartily welcome back Lord Northbrook. He came and went away to the Hills. He at last moved, but moved not to the metropolis but to other parts of the country. He went to Bombay, where he was only lately, immediately before he came to Bengal. He held Durbars, which we never liked and as far as we know, never liked by the nation at large. They always occasioned frightful expenditure, and a burden to native tax-payers and the native Princes, who again squeezed the amount from their subjects. What useful purpose they serve we know not, they might have given pleasure and gratification to Lord Lawrence because he rose from the ranks, but Lord Northbrook is certainly above these feelings. If His Lordship was anxious to observe the people entrusted to his care, Durbar rooms were not the best places for that. Mr. Campbell adopted a better plan, he held rarely any Durbar but roamed in villages, sometimes almost unattended, conversing with the people asking questions on all subjects, taxation, education, generation, and so forth. However we trust Lord Northbrook must have learnt by this time one great truth, so generally ignored or mis-represented. The basis of half of the mistakes committed by Indian Statesmen is the impression that what is good for England is good for India That was the impression with which His Lordship undoubtedly landed in the country. When pressed to express his opinion upon the road cess, His Lordship who was then just arrived said, that he would support it, because local taxes were raised in England for local purposes. His observations must have convinced him by this time that India is not England. His Lordship has spent 8 months in the country, though in one corner of it, and he is just coming back to the metropolis. It is time that we should review his career, it is time that we should examine how far he has realized the expectations formed of him by the people. When he came we welcomed him as a messiah for we sadly wanted one, and England was wise enough to see the necessity of sending one. His Lordship has been courteous to the people all along, he has never denied a good word either to the Native Princes or to the poor ryots. He suspended the Criminal Procedure Code for four months. He found that Mr. Stephen's improvements had thrown the whole nation into consternation ; he found that the law contained provisions calculated to alarm a nation ; but he was newly arrived and without interfering with the measures deliberately introduced by his predecessors, he suspended the operation of the act, and referred the matter and the numerous protests against it to the State Secretary. The *first of January* draws nigh, and we hope His Lordship will not make the first day of the year, a day of national mourning. We are confident that His Lordship very well knows, that he has raised expectations by suspending the act, which it will be positively cruel to disappoint. We thank him from the bottom of our heart, for what he has already done. The next great act of His Lordship was to enquire which tax pressed the people most. The very nature of the inquiry raises hopes that he has determined to abolish the most heavy of all the taxes, and that he was economically inclined. It shows also, which cheers us most, that he is alive to the welfare of India. Even here His Lordship has not done all he could do. He wanted to know which tax oppressed the people most, and the best persons who could give him this information were the people and not Government servants who rarely mix with them or know any thing about them. In Bengal it was at least quite possible, there are so many respectable political bodies in Bengal that they would have been very glad to help the Governor General with their advice and undoubted experience. It is not yet too late we presume. The next popular step which His Lordship took was to give heed to the universal complaint raised by the people of Bengal against the municipality bill of Mr. Campbell. The bill was passed in the local Councils 6 months ago, and as yet His Lordship has not given his assent to the bill. Thus Lord Northbrook has given indications of a liberal policy, though as yet he has not given "finish" to any of his acts. He has done more, he has given peace to the land. No new taxes have been imposed, and no new measure introduced during His Lordship's Viceregalty. We are afraid of new measures, because new measures generally prove more oppressive than the old ones which they displace. Since the time of Lord Lawrence no measure has been introduced by the British Government which has given satisfaction or rather not dissatisfaction to the people. Indeed the state scholarships were granted, but they were immediately withdrawn. Latterly the people were so unused to see any good coming from the Supreme Government, the local Governments with rare exceptions have all along been popular, that it

was with something more than surprise that they viewed his suspension of the operation of the Criminal Code. The great problem yet to be solved by Lord Northbrook is education in Bengal. His Lordship promised a great deal, but as yet practically he has done nothing. He has given as yet no reply to the numerous petitions forwarded to him by the people of Bengal. He has allowed Mr. Campbell to carry out his policy without any check whatever, and the suspicion is gradually gaining ground that the Governor General is not opposed to the educational policy of the Lieutenant Governor. If this comes out true, terrible will be the disappointment.

———000———

DRUNKENNESS.—A contemporary says that the Amir of Cabul is determined, if possible, to put a stop to drunkenness which is very prevalent amongst all classes of people there. He has issued an order that drunkenness would be most severely punished, especially amongst the nobility, who as a rule, ought to set a good example to the lower classes. While such is the line of policy pursued by the semi-civilized king of a turbulent race, the enlightened English rulers of a most peaceful nation are actually forcing upon the people the use of different sorts of ardent spirits and intoxicating drugs. Excise is a favorite department of our Government and it contributes not a small sum to the revenue of India. The financial results of this Department last year was Rs. 7,301,483 —an increase of about 3 lakhs. Our expensive Government can hardly afford to do away with a department which contributes so large a sum to its coffer. It was an evil day for India when with the English civilization the curse of drunkenness was imported into this land. Since the introduction of this vice, how many innocent families have been ruined, how many wives rendered widows, how many children thrown helpless upon the wide wide world, and how many intelligent, promising and patriotic souls carried away in the bloom of their youths, it sickens our heart to contemplate. If an inquest were held upon the victims of intemperence, what a dreadful lesson would it teach to the Executive Officers of Government! The rate of increase of this vice amongst the people of India, cannot be properly ascertained, for no vital or criminal statatistics of the country were ever taken, but if the increase of money value of brandy and other ardent spirits, and the increase of excise revenue throw any light on the subject, then surely this vice is spreading at vast strides. From a valuable book (Bengal Commerce by Babu Krishna Mohun Mullick) we find that the money value of brandy has risen from Rs. 2,28,318 in 1830-31 to Rs. 17,17,816 in 1870-71, or nearly 8 times as much within the last 40 years. This astounding increase cannot be attributed to the increase of European population, and our author, with a view to determine how far the drinks were consumed by the Europeans themselves, have, in the absence of a regular census, ascertained the numbers of all European gentlemen in the Bengal Presidency as contained in the directories from 1830 to 1870, and he gives the following estimate of European population from 1830 to 1870 :—

		1830	1870
Civilians	...	521	590
Ministers	...	43	200
Millitary Officers	...	26,40	3,012
Residents	...	3200	15665
Marine Officers	...	176	250
Shipping say	...	500	500
		7,080	20,217

It needs be borne in mind that the values of brandy imported as stated above are exclusive of duties which added to the amount value of 1830-31, according to the prevailing rate, viz, 20 per cent. *ad valorem* would raise it to sa. Rs. 2,73,981 or Co.'s Rs. 292,246, and of 1870-71 to Co's Rs. 23,23,555 at 3 Rs. per imperial gallon. Now if 2,92,246 Rs. worth brandy were consumed by 7,080 British residents in 1830-31, then at this rate, 56,290 residents would have been required to consume this spirit of the value of Rs. 23,23,555 in 1870. But as the number of European residents in 1870 does not appear to have exceeded 20,217, there remained 36,073 to be found out as new customers to whom the balance of the amount value, viz, Co.'s Rs. 14,88,400 should be debited. Who these new customers are it is not difficult to trace. "It pains me to say" says our author "these are no other than India's own children, whose ancestors hated all drinks as abominations."

Thus the vice of drunkenness is eating up the vitals of Hindoo Society. It is an admitted fact that the Government winks at the growing intemperance for the sake of gain though concious of its evil tendency like any other sober people in its dominion. We deeply regret this circumstance, and though the entire abolition of drinking would appear to be impracticable, yet, we believe, Government might do a great deal to check the progress of this vice. The prohibitory measures to be adopted might suggest themselves if Government is right earnest in putting a stop to this evil. Among others, it might destroy the local distilleries, increase the import duty upon liquors, and punish the drunkards more severely. Nay, we would not object it Government were to enact a seperate penal law for native drunkards, more rigid, more stringent than the law under which the European sailors are punished.

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়।

কলিকাতা বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়ে পাকোয়াজ শিক্ষার নিমিত্ত একটি ক্লাস খোলা হইয়াছে। এবং উপযুক্ত শিক্ষার্থির সংখ্যা হইলে একটী হার্‌মনিয়মের ক্লাসও খোলা হইবে। হারমনিয়ম শিক্ষার্থিরা অবিলম্বে আবেদন করিবেন।

নারিকেলডাঙ্গা } শ্রী হরমোহন ভট্টাচার্য্য।
কলিকাতা। } সম্পাদক।

———

সংবাদ।

—জাপান দেশে একরূপ প্রস্তর আছে এপর্য্যন্ত লোকে উহা চুম্বক পাথর মনে করিত, হঠাৎ একজন উহা দ্বারা গ্লাশ কাটিবার যত্ন করিয়া কৃতকার্য্য হন। এক্ষণ লোকে দেখিতেছে যে, সে চুম্বক পাথর নয়, একরূপ হীরক।

— জাতীয় সভাতে সে দিবস যে বালকটি গান গায় তাহাকে আমাদের মুসলমান ভ্রম হয় কিন্তু সে মুসলমান না হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। কতক ভাল বটে। কিন্তু যাহারা এই অপূর্ব্ব গানটির রস পরিগ্রহ করিতে পারে এইরূপ কোন ব্যক্তির দ্বারা উহা গীত হওয়া কর্ত্তব্য ছিল।

— মান্দ্রাসে এণ্ট্রান্স পরীক্ষাতে দুইজন বালক উত্তর প্রদানকালে লিখে যে, 'আলকাতরা বরফ হইতে প্রস্তুত হয় এবং নরওয়ে, যেখানে বিস্তর বরফ আছে, সেখান হইতে উহা আমদানি হয়। মেদ সংবাদ পত্র ও পুলিন্দা বাঁধিবার নিমিত্ত ব্যবহার হয়' এটি শিক্ষকের, শিষ্যের, না শিক্ষা প্রণালীর গুণ?

— আমরা শুনিলাম আবার যশোহরের স্থানে২ পুনর্ব্বার ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং কোথায় কোথায় উলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

— রাণীগঞ্জের বিখ্যাত জমিদার গোবিন্দ প্রসাদ পণ্ডিতের স্ত্রী দাড়িম্ব দেবীর আদ্যকীর্ত্তি গত ২৩শে অগ্রহায়ণে অতি সমারোহের সঙ্গে হইয়া গিয়াছে। আমরা এসম্বন্ধে একখানি পত্র পাইয়াছি; আগামী প্রকাশ করিব॥

— আমরা শুনিলাম ভূপালের বেগম বোম্বাই হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে রেলওয়ে মালের গাড়ীতে আগুণ লাগিয়া তাহার ষাটী হাজার টাকার জিনিষ পত্র নষ্ট হইয়াছে।

—আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে যোড়া সাঁকোর বিখ্যাত ধনী বাবু শ্যাম চাঁদ মল্লিকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার ন্যায় ধনী আমাদের বাঙ্গালির মধ্যে অতি অল্প আছেন। আমরা শুনিলাম ইনি একটী পুত্র রাখিয়া মরিয়াছেন। যখন ডিউক অব এডিনবারা কলিকাতায় আইসেন তখন শ্যাম মল্লিকের শাত পুখুরের বাগানে এদেশীয়রা তাঁহাকে সম্ভাষণ করেন।

—শুনা যাইতেছে যে, মহারাণী বিক্টরিয়ার কনিষ্ঠ কন্যার সহিত মারকুইস অব ষ্টাফোর্ডের বিবাহের কথা হইতেছে। মারকুইসের বয়ঃক্রম একুশ ও রাজ কন্যার বয়ঃক্রম ষোল বৎসর।

—১৬ই ডিসেম্বর তারিখে আরব দেশীয় একব্যক্তি একজন মনুষ্য ও একজন স্ত্রীকে খুন করে এবং অবশেষে উক্ত মৃত ব্যক্তি দ্বয়ের গলদেশ হইতে ব্যাঘ্রের ন্যায় রক্ত চুষিয়া পান করে। এক খানি ছুরি হস্তে লইয়া সে পুলিশে চলিয়া যায় এবং তথায় বলে যে, সে দুইটী প্রাণী বধ করিয়াছে এবং যে তাহাকে ধরিয়া দিবে তাহাকেই সে খুন করিবে। ঈর্ষ্যাই এই বিষম ঘটনার মূল। তিনটী লোকই আরব দেশীয়।

—এ বৎসর, ২৪১জন বিএ, ১৩৭ জন বিএল এবং ৯৩ জন এল এল পরিক্ষার্থী আছেন।

—জানুয়ারি মাসে হোসান আবদালা নামক স্থানে কৃত্রিম যুদ্ধ হইবে এবং তজ্জন্য উদ্যোগও হইতেছে। পাওনিয়ার সম্পাদক লিখিয়াছেন পঞ্জাবে কৃত্রিম যুদ্ধ ১লা জানুয়ারিতে হইবে।

—প্রায় তিন বৎসর হইল বেরীলির দ্বাদশ বর্ষীয় একটি বালক অপর একটী বালকে খুন করাতে রুড়কীতে কারারুদ্ধ হয়। সার উলিয়ম মুর তাহাকে মার্জ্জনা করিয়াছেন। এ বালকটীর স্বভাব বড় ভাল, এবং জেলে যে সমুদয় শিল্প এবং বাণিজ্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে বিলক্ষণ নৈপুণ্যতা দেখায়। বালকটীর শুভাদৃষ্ট ক্রমে তাহার উপর ম্যুর সাহেবের অনুগ্রহ পড়ে এবং তিনি তাহাকে গবর্ণমেণ্ট কার্য্যালয়ে প্রেরণ করেন। উক্ত কার্য্যালয় দর্শন কালে তিনি বালকটীর উন্নতির বিষয় অনুসন্ধান করেন এবং উহার কার্য্য নৈপুণ্যতার বিষয় শুনিয়া তাহাকে মার্জ্জনা করিলেন এবং বালকটীর মস্তকে সস্নেহে হস্ত দিয়া তাহাকে কাজ করিতে বলিলেন। বালকটীর শিক্ষা কার্য্যের ভার একজন কর্ম্মাধ্যক্ষের উপর দেওয়া হইবে।

—গত বুধবারে এখানকার সেসন্সকোর্টে চুরি করিবারঅভিলাষে গৃহ প্রবেশের অপরাধে তিন জন ব্যক্তি শাস্তি প্রাপ্ত হয়। এইতিন জনার মধ্যে একজনপূর্ব্বে উক্ত অপরাধে শাস্তি প্রাপ্ত হয়। বিচারে ইহার সাত বৎসর দ্বীপান্তরের আজ্ঞা হইয়াছে। অপর দুইজনের প্রত্যেকের কঠিন পরিশ্রমের সহিত পাঁচ বৎসরের কারাবাসের হুকুম হওয়াতে একজন দ্বীপান্তর যাইতে চাহিল, কেন না তাহার বিশ্বাস যে জেলে গেলে সে আর জীবিত শরীরে ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। ক্যাম্বেল সাহেব যে জেল মিনিট বাহির করিয়াছেন তাহাতে জেলে যাওয়া অপেক্ষা যে দ্বীপান্তরে যাওয়া শত গুণে শ্রেয় তাহার ভুল কি!

—কলিকাতায় ধোপার বড় কষ্ট হইয়াছে। রজকেরা নিয়মিত সময়ে কাপড় না দিয়া বড় কষ্ট দেয়। আমরা পিপলস ফ্রেণ্ড পত্রিকা পাঠে সন্তুষ্ট হইলাম যে এই কষ্ট নিবারণের জন্য কতিপয় উৎসাহী লোক কলে কাপড় ধৌত করাইবার একটি যন্ত্র আনিয়া ব্যবসায় করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

—সর বরাট্‌ল ফ্রারের ষোল বর্ষীয় একটী পুত্র পিতার সহিত দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার জন্য জানজিবার যাত্রা করিয়াছেন।

—রুসিয়ানরা ওয়েনবর্গ হইতে তুর্কিস্থান পর্য্যন্ত রেল বসাইবার নিমিত্ত পথ অনুসন্ধান করিতেছেন। রুসিয়াধিপতি বালাকুাবাতে একটী যুদ্ধ বন্দর স্থাপন এবং সেবাষ্টিপুল পর্য্যন্ত একটী খাল কর্ত্তন করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

—রামপুরের নবাব পাঁচশত পারিষদ সহ গত ৩রা তারিখে মক্কায় রওনা হইয়াছেন। এক লক্ষ দশ হাজার টাকা দিয়া এক খান জাহাজ ভাড়া করিয়া যাত্রা করিয়াছেন। সঙ্গে একটী হস্তিনী লইয়াছেন।

—নূতন ফৌজদারি কার্য্য বিধি আইনের বিরুদ্ধে বোম্বে এশোশিয়েসন সেক্রেটারি অব ষ্টেটের নিকট সত্বর এক খানি আবেদন করিবেন।

—বর্ম্মার রাজা বৃহদাকার দুই তিন শত নৌকা আনয়ন করিতেছেন। তিনি এই সমুদয় একত্রিত করিয়া উহার উপর একটি ভাসমান দ্বীপ প্রস্তুত করিবেন। উহাতে বন, জঙ্গল, গৃহ, রাজ ভবন সমুদয় থাকিবে, বন্য জীব জন্তু, বৃক্ষলতা উদ্যান থাকিবে, এবং এই দ্বীপটী রাজমন্দিরের সংলগ্ন যে উদ্যানটী আছে উহার পুষ্করিণীতে রক্ষিত হইবে॥

— বড় বাজারে একজন হিন্দুস্থানী গণক আছে, সে চোর বাহির করিয়া দিতে পারে। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিলাম, পোলিস অনেক সময় তাহার সাহায্যে চোর বাহির করিয়াছে॥ সম্প্রতি সিমলার একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তির একখানি শাল চুরি যায় এবং তিনি এই গণককে আনয়ন করেন। তাহার চোর বাহির করার প্রক্রিয়া এই। যাহার যাহার উপর সন্দেহ হয়, তাহাদের সকলের নাম এক এক খণ্ড কাগজে লিখিতে হয়। তাহার পর একটী একটী ময়দার ঠুলি করিয়া এক এক খণ্ড কাগজ উহার মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দেয়। একটি পাত্রে জল রাখিয়া উপর হইতে এই ঠুলিগুলি একটি একটি করিয়া ফেলে এবং যাহাতে চোরের নাম থাকে সে ঠুলি ভাসিয়া উঠে। সিমলায় আসিয়া এই প্রক্রিয়া করে এবং সমুদয় ঠুলিগুলি জলমগ্ন হওয়ায় সে বলে যে, যাহাদের উপর সন্দেহ হইয়াছে তাহার কেহ চুরি করে নাই। সেখানে যে সমুদয় ভদ্র লোক ছিলেন, তাঁহারা অনেকে কৌতুকী হইয়া গোপনে জন সাত আট বালকের মধ্যে একজন কর্ত্তৃক একটি দ্রব্য অপহরণ করাইয়া তাহার মধ্যে যে চোর তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত তাহাকে বলিলেন। সে উপরি উক্ত ময়দার ঠুলি করিয়া বালক কয়েকটির নাম লিখিয়া জল মগ্ন করিল এবং যে বালকটী চুরি করিয়াছিল, তাহার নাম যে ঠুলিতে ছিল তাহা ভাসিয়া উঠিল। আমরা শুনিলাম সে এ বিষয়ে আবার পরীক্ষা দিবে বলিয়াছে এবং কোন কোন প্রধান লোক তাহার জুয়াচুরি ধরিবেন সংকল্প করিয়াছেন।

— আমরা সে দিন আসিতেছি, ইহার মধ্যে শুনিলাম দুইটি স্ত্রীলোকে কি বলিতেছে। একটু অগ্রসর হইয়া শুনি যে একটী স্ত্রী বলিতেছে যে, "ভাই আজ চার বৎসর ভিক্ষা করিতেছি, ইহার মধ্যে আমার ১৫০। ২০০ টাকা দেনা ছিল তাহা পরিশোধ করিয়াছি, মেয়ের বিবাহে দশ টাকা খরচ করিয়াছি॥ জামায়ের ঘর দুয়ার ছিল না, তাহার ঘর দুয়ার তৈয়ার করিয়া দিয়াছি। তাহার তক্তপোষ, বিছানা, বালিস, মসারি, থালা বাটা, ঘটা, প্রভৃতি সমুদয় ঘরকন্নার জিনিস পত্র করিয়া দিয়াছি। ৩।৪টী লোক আহার করিয়াছি, কাপড় পরিয়াছি। জামাইকে ষষ্ঠি বাটার সময় কাপড়, পূজার সময় কাপড় দিয়াছি" ইহা বলিতে বলিতে তাহার কাপড়ের মধ্য হইতে ঝনাৎ করিয়া কতকগুলি টাকা পয়সা পড়িল, তাহাতে বোধ হইল যে সে দশ টাকা পুজিও করিয়াছে। স্ত্রীলোকটী টাকা কুড়াইতে লাগিল, আমরা চলিয়া আইলাম। আমরা বাটি আসিয়া হিসাব করিয়া দেখিলাম, ভিকারী স্ত্রীলোকটি এই চারি বৎসর অন্যূন ৫০০ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে। মাসে দশ টাকার অধিক উপার্জ্জন হইয়াছে, অথচ কলিকাতার সকল বাটীতে ভিক্ষা দেওয়ার প্রথা নাই এবং যাহারা ভিক্ষা দেন তাহারা আবার অনেকে কেবল রবিবারে দিয়া থাকেন।

—আমাদিগকে শিয়ারশোল হইতে একজন লিখিয়াছেন যে, লেপ্‌টনেণ্ট গবরর্ণর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন কালে জমিদার বিশ্বেশ্বর মালিয়ার বাটীতে উপস্থিত হন এবং তাঁহার স্কুল, ডাক্তার খানা প্রভৃতি সদনুষ্ঠান সমুদয় দেখিয়া তিনি পরম পরিতোষ লাভ করিয়া আসিয়াছেন।

—গত শুক্রবারের প্রত্যূষে আমরা গৃহ হইতে বাহির হইয়া দেখলাম যে, অনেক হাঁড়ী রাস্তায় পাড়িয়া রহিয়াছে এবং অনেক লোক উহা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছে। আমরাও গিয়া সেখানে দাঁড়ালাম। দেখি যে, হাঁড়ির মধ্যে লাল দাগ রহিয়াছে এবং বহুবাজার হইতে তালতলা পর্য্যন্ত এইরূপ কত শত হাঁড়ী পড়িয়া রহিয়াছে। লোকের মুখে তৎক্ষণাৎ নানারূপ গল্প উঠিল। কেহ বলিল, উলা দেবী ও শীতলার বিবাদ যাইতেছে এবং উলা দেবী বলিতেছেন যে, আমি এবার সর্ব্বনাশ করিব এবং শীতলা লোকের পক্ষ হইয়া বলিতেছেন যে, তিনি তাহা কখনই করিতে দিবেন না। উলাদেবী বলিতেছেন যে, আমি লোকের হাঁড়ির মধ্যে বিষ রাখিব, শীতলা বলিতেছেন যে, আমি বিষের হাড়িতে সিন্দুরের দাগ দিয়া লোককে সতর্ক করিয়া দিব, উলাদেবী বলিতেছেন যে, আমি জলে বিষ দিয়া রাখিব, শীতলা বলিতেছেন যে, আমি জলে হলুদ গুলিয়া রাখিব। এই সমুদয় রহস্যজনক গল্প শুনিয়া আমরা হাসিতে পারি বটে, কিন্তু হাঁড়িতে লাল দাগ কে দিল? ইহা একটী হাঁড়ির মধ্যে দেখা যায় নাই, কলিকাতার অনেক স্থলে সহস্র সহস্র হাঁড়ির ভিতর এক রাত্রে সিন্দুরের দাগ পাড়িয়াছে। অনেকে অনুমান করিতেছেন যে কুম্ভকারের হাঁড়ি বিক্রয়ের সুবিধার নিমিত্ত মাটিতে কি মিশ্রিত করিয়া উহা প্রস্তুত করিতেছে। লাল দাগ দেখিয়া লোকে ভয়ে তাহা ফেলিয়া দিবে এবং তাহা হইলে তাহাদের অনেক হাঁড়ি বিক্রয় হইবে। ফল এটাও শীতলা ও ওলাদেবীর গল্পের ন্যায় হাস্যজনক।

—আমাদের দেশীয়গণের বিশ্বাস আছে যে, যমজ সন্তানদিগের জীবন শক্তি এক ধমনীতে প্রবাহিত হয়। যমজ পুত্রের একটী পীড়িত হইলে তাহারা অপরটীর নিমিত্ত ব্যাকুল হন, একটীর মৃত্যু হইলে অপরটির প্রাণের নিমিত্ত সশঙ্কিত হন॥ সম্প্রতি ব্রহ্ম দেশে এইরূপ একটি ঘটনা হইয়াছে॥ দুইটি যমজ, বয়স ২১ বৎসর, দুইজনকে দেখিতে প্রায় একরূপ, ইহার মধ্যে একজন সহসা উন্মাদ হয় এবং ইহার অল্প দিন পরে অপরজন বাতুল রোগে আক্রান্ত হইয়া উঠে। দুইজনে খেপিয়া উঠিয়া ঘরে আগুণ দিতে উদ্যত হয়। তাহারা পোলিস কর্ত্তৃক আপাতত আবদ্ধ হইয়াছে।

—কতকগুলি প্রসিদ্ধ লোকের আস্বাদন শক্তি সম্বন্ধে এই রূপ উক্ত হইয়াছে। লাটিন কবি সার সিয়াল থ্রাস পাখী ও খরগসের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। সম্রাট আলেকজাণ্ডার সার্ব্বাস এত র‍্যাবিট ভক্ত ছিলেন যে, প্রতিদিন আহারের সময় একটি র‍্যাবিট ভোজন করিতেন। জারম্যানের সম্রাট ফ্রেডেরিক যিনি ১৮৪৩ অব্দে পরলোক গমন করেন, তরমুজের নাম শুনিলে পাগলের মত হইতেন এবং অধিক পরিমাণে তরমুজ খাইয়াই অজীর্ণের সৃষ্টি করেন ও তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইটালীর কবি ট্যাসো চিনি সিদ্ধ ফল ও নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তিনি চিনি এত ভাল বাসিতেন যে, তরকারিতেও চিনি মিসাইয়া খাইতেন। ফ্রান্সের চতুর্থ হেনরি ওয়াইন্টার ও তরমুজের প্রেমিক ছিলেন। বলটিয়ার কাফি ও জন্সন চা অসাধারণ পরিমাণে পান করিতেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিৎ বাফুনও কাফি খাইয়া প্রায় জীবন ধারণ করিতেন। প্রসিদ্ধ জারম্যান কবি সিলার শুকরের মাংস এত ভাল বাসিতেন যে প্রতিদিন প্রায় উহা খাইতেন, অথচ অতি অল্প পরিমাণে পান করিতেন। প্রসিয়ার সম্রাট ফ্রেডরিক দি গ্রেটের পোলেণ্ট নামক খাদ্যের দিকে বড় টান ছিল। নেপোলিয়ান ভারি কাফ প্রিয় ছিলেন এবং অক্লেশে প্রত্যহ ২০ বাটি কাফি পান করিতেন।

—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একটি সংবাদ পত্র হইতে আমরা নিম্ন লিখিত সম্বাদটি উদ্ধৃত করিলাম "সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে একটি ভয়ানক মকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে॥ এখানে ছোট লোকের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস আছে যে নর মাংস ভোজন করিলে বন্ধ্যার সন্তান হয়! এই নিমিত্ত একব্যক্তি একটি বালককে বধ করিয়া তাহার জিহ্বা ও যকৃত তাহার বন্ধ্যা স্ত্রীকে আহার করিতে দেয়, ইহারা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইয়াছে।"

—টুইবেকে একটী স্ত্রীলোকের বিবাহের দিনে বাত শ্লেষ্মা বিকার হয় ও তাহাতে সে মৃত প্রায় হইয়া পড়ে। ক্রমে সকলের নিকট বোধ হইল যে তাহার জীবন দেহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। যখন তাহাকে কবরস্থ করিবার নিমিত্ত কাফনে পূরিতে যাওয়া হয় তখন সে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া বসিল ও ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ জীবন প্রাপ্ত হইল। যাহারা মৃত্যু হইলেই শবটি পুতিয়া কিম্বা পোড়াইয়া ফেলেন তাহাদের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

—লণ্ডন ইলাসট্রেটেড নিউস পত্রিকার প্রোপ্রাইটারগণ পিকিনে একজন চিত্রকর পাঠাইয়াছেন। চীন সম্রাটের বিবাহে যে সমুদায় জাঁক জমক প্রদর্শিত হইবে, ইনি তাহার ছবি উঠাইয়া লইবেন। চিন হইতে তিনি আরো অনেক দেশে যাইবেন যেখানে সমাচার পত্রিকা সংক্রান্ত কোন ব্যক্তি কখন যান নাই।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রীভ—এই কয়েকটী কারণে আপনার পত্র খানি ছাপা গেল না। প্রথম আপনি নাম দেন নাই। দ্বিতীয় আপনার পত্র ভালরূপে পড়া গেল না। তৃতীয় আপনি "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" কথাটী বারম্বার ব্যবহার করিয়াছেন। চতুর্থ আপনার "টাকপকেট' বোঝা গেল না।

শ্রীরমেশচন্দ্র মণ্ডল॥— আমরা পদ্য প্রায় ছাপি না।

শ্রীউমাচরণ চক্রবর্ত্তী শিবহাটী। জুতা চুরী যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর ইহা প্রতিপন্ন করিয়া যাহাতে জুতা চুরী না যায় তাহার কতকগুলি উপায়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু পত্র প্রেরক জুতা বগলে করিবার প্রস্তাবটী করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন।

শ্রীগোপাল নাথ সাহা—যদি সম্ভব হয় আগামীতে॥

চাট মোহর।— পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যে মফঃস্বলের পুলিস, সময় বিশেষে সদরের পুলিস অপেক্ষা ভয়ানক হইয়া উঠে। আমরা সে মতের অনুমোদন করি; কিন্তু তাঁহার উদাহরণটী পুরাতন বলিয়া প্রকাশ করা গেল না।

গুরুগোবিন্দ ঘোষ টাঙ্গাইল।—টাঙ্গাইলে অত্যন্ত জ্বর হইতেছে। বর্ষাকালের জল প্লাবনই ঐ জ্বরের কারণ। কালমারি হইতে সাকবাল পর্য্যন্ত খাল খনন করিয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে। কালমারি হইতে পোড়ী বাড়ী পর্য্যন্ত পথ ও তাহাতে পুল নির্ম্মাণ করিবার জন্য, শ্রীমতী জাহ্নবী চৌধরাণীর প্রতিনিধি বাবু অনাথ বন্ধু গুহ এবং বাবু গঙ্গদাস গুহ ও বাবু দ্বারকানাথ রায় মহাশয়গণ কোন প্রকাশ্য সভায় যাবতীয় ব্যয় দিতে স্বীকার করিয়াও দিতেছেন না॥

রাম তারণ ভট্টাচার্য্য বহরমপুর।—মালগোলা শ্রীমন্তপুরে তথাকার র‍্যও যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুরের যত্নে এক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অনেকগুলি গ্রামের বিশেষ উপকার হইতেছে। তজ্জন্য রায় বাহাদুরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

প্রেরিত।

চট্টগ্রাম শিক্ষা।

শিক্ষা সম্বন্ধে চট্টগ্রাম সম্প্রতি নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন। পাঁচ বৎসর অতীত হইল চট্টগ্রাম শিক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব্ব বাঙ্গালার একটী প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। ৬৭ সালের বি এ পরীক্ষাতে চট্টগ্রাম গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ছাত্রদ্বয় প্রথম এবং দ্বিতীয় হইয়াছেন, গত ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষাতেও উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু ইহাদের পর চট্টগ্রামের আর যে কোন ছাত্র ততদূর উন্নতি লাভ করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। ৩ বৎসর পূর্ব্বে যে চট্টগ্রামের ছাত্রেরা উচ্চ বিচারাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এখন সেই চট্টগ্রামে ২০ টাকা বেতনের মোহরিগিরির উপযুক্ত যুবক পাওয়া যাইতেছে না। এই অবনতির কারণ কি বলিতেছি।

১৮৬৫ সালে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বিডন সাহেব চট্টগ্রাম পরিদর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। তখন চট্টগ্রাম স্কুলের পূর্ণ গৌরবের সময়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবেশিকা পরীক্ষাতে চট্টগ্রাম বিদ্যালয় অতীব খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং ছাত্র সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে বিদ্যালয়ে স্থানাভাব হয়। তখন ৮টী শ্রেণী ছিল এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে ন্যূনাধিক ৩০ জন বালক ছিল এবং একটী নবম শ্রেণীর প্রয়োজন হইয়াছিল। হেড মাষ্টার ঈশ্বর বাবু এই জন্যে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের কাছে বিদ্যালয় বিস্তৃতির জন্যে প্রার্থনা করেন। বিডন সাহেব বলেন যে তিনি এতাদৃশ বৃহৎ এবং ছাত্রপূর্ণ বিদ্যালয় কোন ডিষ্ট্রিকটে দর্শন করেন নাই। অতএব গৃহ বিস্তৃতি নিষ্প্রয়োজন নির্দ্দেষ করিয়া যাহাতে ছাত্র সংখ্যা কমিয়া যায় এইরূপ নিয়মে ছাত্রের বেতন বৃদ্ধি করিতে আদেশ করেন। সেই দিন হইতে চট্টগ্রাম বিদ্যালয়ের কপাল ভাঙ্গিল।

কয়েক মাসের মধ্যে স্কুলের বেতন দ্বিগুণ প্রায় ত্রিগুণ বৃদ্ধি পাইতে চলিল। ছাত্রবর্গ আপনাদের দরিদ্রতা নিবন্ধন একবাক্যে এই উচ্চ ফি দিতে অসম্মত হইল। স্কুলে তৎসময়ের দ্বিতীয় শিক্ষক আনন্দ বাবু "নবাগি সুরে', তাহাদিগকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বলিলেন, প্রায় অর্দ্ধেক ছাত্র দলবদ্ধ হইয়া আসিল এবং তাহাদের রক্ষকেরা আনন্দ বাবুর তাদৃশ ব্যবহার অবমানিত মনে করিয়া কুইনস স্কুল নামক এক দ্বিতীয় বিদ্যালয় সংস্থাপন করিল। গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের কণ্ঠগত প্রাণ হইল॥

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইলে কয়েক জন দেশ হিতৈষী ভদ্র লোকের উৎসাহে এবং সুযোগ্য ইনেস্পেক্টর মার্টিন সাহেবের সাহায্যে উভয় বিদ্যালয় মিলিত হইল, "কুইনস স্কুল' কার্য্য ত্যাগ করিলেন এবং গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় হাইস্কুলে পরিণত হইল।

কিন্তু নবস্কুল সংস্থাপনে এবং তাহার শাসনের শৈথল্যে কতিপয় জমিদারদিগের অকর্ম্মণ্য বালকের পক্ষে এই সংমিলন মহা কষ্টকর হইয়া উঠিল এবং কোন এক দিগগজ শিক্ষকের রসিকতায় তাহারা সমধিক উত্তেজিত হইয়া পুনর্ব্বার আর এক নূতন বিদ্যালয় সংস্থাপন করিল॥ এই বিদ্যালয়টী প্রথমে অতি ক্ষুদ্র এবং নগণ্য ছিল, কেহ দেখিয়া ও দেখিলেন না; কেহ তাহাকে অঙ্কুরে নির্ম্মূল করিবার যত্ন করিলেন না। ইহার কলেবর দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এক মূর্খ বালকের অকর্ম্মণ্যতা অন্য বালককে সংক্রামক রোগের ন্যায় আশ্রয় করিতে লাগিল। কতকগুলি লোক--যাহারা আজন্ম উপাসনা করিয়া একখানি এপ্রেণ্টিসির যোগাড় করিয়া উঠিতে পারে নাই-স্বল্প বেতনে মাষ্টর যুটিল এবং শোভা সম্পূর্ণ করিবার জন্য সরস্বতীর বরপুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কান্ত প্রসাদ হাজারি ইহার সেক্রেটারি যুটিলেন।

এদিকে গবর্ণমেণ্ট স্কুল দিন দিন শ্রীহীন হইতে চলিল। তৎ সাময়িক কমিসনর লর্ড ব্রাউন এবং জজ আলেকজাণ্ডার সাহেব দেখিলেন যে দেশের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। সক্রেটরি তাঁহাদের ভয়ে কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন, কোন রাজ কর্ম্মচারী কি সুশিক্ষিত লোক আর সেক্রেটরি হইতে স্বীকার করিল না তখন এক পাড়া গেঁয়ে মোড়ল আসিয়া রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইলেন। এই মহাপুরুষ তখন সেক্রেটরি হইয়া আপন মানব জন্ম সার্থক বিবেচনা করিলেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন সময়ে কেম্বেল সাহেব বাঙ্গালা দেশে শুভাগমন করিলেন। শিক্ষা সংবন্ধে তাঁহার মত দাবানলবৎ সমস্ত বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইল। উপরিউক্ত রাজ পুরুষদ্বয় চট্টগ্রাম হইতে স্থানান্তরিত হইলেন তাঁহাদের পরিবর্ত্তিরা কেম্বেল সাহেবের সঙ্গে তার স্বরে মিলিত হইলেন, এলবর্টস্কুল দিন দিন পুষ্ট হইতে চলিল। কিন্তু সাহেব তাঁহার বিচক্ষণ বুদ্ধিবলে জানিতে পাইয়াছিলেন যে এই স্কুলের দ্বারা দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে এবং তিনি বিচারাসন হইতে বলিয়াছিলেন যে এই স্কুলের ছাত্রেরা তাঁহার অধীনে কর্ম্ম পাইবে না। এইরূপে এই দর্দ্দশা হইল।

মূল্য প্রাপ্তি

শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র রায় পাটগ্রামে জলপাইগুড়ি	৫
" গোপালচন্দ্র সেন চারবাগান	৩৮০
" সারদামোহন রায় চৌধুরী টেপা, মধুপুর। রঙ্গপুর	৮
" রাজেন্দ্রলাল মতিলাল বহুবাজার	১
" গোকুল চন্দ্র সিং দমদমা	৩৮০
" দেবেন্দ্র নাথ মৈত্র ধুবড়ি	৮
" লবিনচন্দ্র বড়াল পটলডাঙ্গা	৬॥০
"কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুর শোভাবাজার	৬॥০
,, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বরানগর	৮
,, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বেঙ্গল ব্যাঙ্ক	৬
" রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় ডেলহাউসি স্কয়ার	২৷৶০
" অন্নদাদাস বসু পটলডাঙ্গা	৩
" দিগম্বর মিত্র ঝামাপুকুর	৬॥০
" শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় শান্তিপুর	৮
" ক্ষেত্রনাথ দত্ত ঠনঠনে	৬॥০
" গিরিধারী দত্ত রেবিনিউ বোর্ড	৩৷০
" রামলাল মুখোপাধ্যায় কালেকটরি	৩
" তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় চুঁচুড়া	৮
,, জগদীশচন্দ্র রায় বহুবাজার	৪
" রাইচরণ শাহা রাজগঞ্জ জেলাদিনাজপুর	৩৷৶১০
" প্রাণকৃষ্ণ বসু পটলডাঙ্গা	২
" বিরচাঁদ মিত্র মেছোবাজার ষ্ট্রীট	৩৷০
" গোপালচন্দ্র কর্ম্মকার বউবাজার	৬॥০
" শ্যামাচরণ বন্দোপাধ্যায় ড্যাল হাউসী স্কোয়ার	৬॥০
" উমেশ চন্দ্র মিত্র ট্রেজারি	৩
" নিল মাধব শেট ট্রেজারি	৩
" নসিরাম বন্দোপাধ্যায় ট্রেজারি	৩৷০
" কানাই লাল গুপ্ত মনি অর্ডর আফিস	৬॥০
" কানাই লাল মুখোপাধ্যায় বন গ্রাম, নদিয়া	৮
" রাজ কৃষ্ট সিংহ সিতল খুটী বাউড়া রঙ্গপুর	৪॥
,, রাজ কৃষ্ট মুখোপাধ্যায় সিতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট	৬॥০
" রাজনারায়ণ বসু পটলডাঙ্গা	৩৮০
" ভুবনচন্দ্র হালদার দারজিলিং	২৸০
" দুর্গানারায়ণ ঘোষ আপার, আসাম	৮
" রামশঙ্কর সেন যশহর	৯
" দ্বারিকানাথ ঘোষ রামপাল	৮
" গোপালচন্দ্র সুর কাষ্টম হাউস	৬॥০
" মতিলাল দত্ত চাষাধোপা পাড়া	১
" যদুনাথ দে বহুবাজার	২৷৶১০
" বেণিমাধ বসু গুয়াবাগান	২
" প্রসন্ন কুমার হালদার বেনিয়া টুলি	১
" কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় সুলতানগাছা	৮
" উত্তরপাড়া পর্বলিক লাইব্রেরি	৮
" বৈকুণ্ঠ নাথ সেন বহরমপুর	৮
" ভবানিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ঐ	৮
" দীননাথ গঙ্গোপাধ্যোয় ঐ	৮
" শ্যামাচরণ ভট্ট ঐ	৮
" অক্ষয় চন্দ্র সরকার ঐ	৬
" রাধা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তালতলা	৬
" আম্মেদ আলি যশোর,	৩॥৶০
" বাম কুমার চক্রবর্ত্তী ছাপরা	১০
" রাজকুমার রায় চৌধুরী বারিপুর	৮

বিজ্ঞাপন

বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় একবার সেবনেই বিশেষ আরোগ্য লাভ হয় ওসন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে॥ কলিকাতা চোরবাগান বি, এম সরকার কোম্পানির ডাক্তার খানায় প্রাপ্য। মূল্য ৩টাকা, ডাকমাশুল ।০ আনা।

ঔষধ সেবনের নিয়ম কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭ নং ভবনে ডাক্তার ভূবন মোহন সরকারের নিকট তত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

বিজ্ঞাপন।

দান, দায় উইল, দত্তক, বিভাগ, উত্তরাধিকারিত্ব, প্রমাণ, মেয়াদ, ভূমির বিয়োগ সংযোগ, নিষ্কর, নিসৃষ্টার্থ, প্রতিভূ, ইত্যাদি হিন্দু রাজাদের কার্য্যকালে যে প্রণালী চলি তাহা এক্ষণকার আইনের সঙ্গে যুক্তি যুক্ত মতে পর্য্যালোচনা করিয়া আইন ও নজিরাদি দ্বারায় তুলনা ক্রমে সংকৃত নব ব্যবস্থা চন্দ্রিমা গ্রন্থ প্রস্তুত আছে। গ্রাহকগণ ডাক মাসুল সহ ১॥৶০ প্রেরণ করিলে পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত ভুমিক।
গোয়াল পাড়া।

সঙ্গীত রত্নাক ।

মুদ্রিত হইয়া ছ। ইহার ক বর য়েল আটপেজী ফরমার ৩৪৮ পৃষ্ঠা। ইহ ত স্বরসাধন, সেতার, মৃদঙ্গ এবং তবলাসাধন প্রণালী বিস্তারিত রূপে বিবৃত হইয়া ছ। অপর, অন্যূন ১০০ রাগ রাগিণীর গৎ, ভিপয় রগের তেলেনা, মৃদঙ্গ ও তবলার চলিত ঠেকা ও বোল ও কয়েকটী গীত লিপি বদ্ধও হইয়াছে। মূল্য ২ টাকা, ডাক মাসুল ।০ আনা। স্কুল বুক সোসাইটি.ত বা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, অথবা বেঙ্গল একা ন্টণ্ট আফিসে আমার নিকট পাওয়া যাইবে।

কলিকাতা। শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত।
খগোল বিবরণ ও ক্ষেত্র ব্যবহার গ্রন্থদ্বয়ের প্রণেতা।

দাউদের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্কট টমসন এণ্ড কোম্পানির ঔষধালয়ে গোয়াপাউডর নামক দাউদের এক অতি আশ্চর্য্য ঔষধ বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। চর্ম্ম রোগের মধ্যে দাউদ রোগ ভারি কঠিন ও একবার হইলে আর প্রায় সারে না। এমন কি অনেকের যাবজ্জীবন এই রোগ ভোগ করিতে হইয়াছে কিন্তু গোয়াপাউডারে উহা নিশ্চয় আরাম হইবে। ঔষধ ব্যবহার করিতে জ্বালা যন্ত্রণা কিছু নাই। ঔষধের শিশি যে মুদ্রিত কাগজ দ্বারা মণ্ডিত উহাতে ঔষধ কি রূপে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা সবিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। ইহার মূল্য ১৷০ সিকা।

স্কট টমসন এণ্ড কোঃ
১৫ নং গবর্ণমেণ্ট প্লেস।

FOR SALE.

Uncovenanted Civil Service Code shewing new leave, Acting allowance, Pension and travelling allowance rules price Rupees two only apply to Baboo Bholanauth Sen, Treasury Building, Calcutta.

বিজ্ঞাপন।

জরিপ ও পরিমিতির গ্রন্থ।

এঞ্জিনীয়ারিং কালেজের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক, এবং পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনীয়ার শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্যের প্রণীত। মূল্য এক টাকা ডাক মাশুল ৶০। কলিকাতার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোম্পানির ছাপা খানায় পাওয়া যাইবে।

বিজ্ঞাপন।

এই এক নূতন!
আমার গুপ্ত কথা!!
অতিআশ্চর্য্য !!!

প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় পর্ব্ব পুস্তকাকারে বাঁধা হইয়া বিক্রীত হইতেছে মুল্য ১ম পর্ব্ব ৮০আনা, ২য় পর্ব্ব ৸৶০ আনা, ৩য় পর্ব্ব ৸৶০ আনা, ডাকমাশুল তিন খণ্ড একত্রে ৷৶০ আনা, খণ্ডে খণ্ডে স্বতন্ত্র দুই দুই আনা চতুর্থ পর্ব্ব প্রতি সপ্তাহে ফর্ম্মায় ফর্ম্মায় ছাপা হইতেছে, ফি ফর্মার মূল্য দুই পয়সা। মফস্বলে রীতি মত ডাক মাশুল আছে। বাঁধান পুস্তক যদি কেহ এক কালে দশ খণ্ডের অধিক গ্রহণ করেন, তবে শত করা ১২॥০ টাকার হিসাবে কমিসন বাদ পাইবেন। কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ ঘোষ।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

অগ্রিম মূল্য।

	কলিকাতার নিমিত্ত	মফঃস্বলের নিমিত্ত
বার্ষিক	৬॥০	৮
ষাণ্মাসিক	৩৸০	৪॥০
ত্রৈমাসিক	২৷৶০	২৸০
এক খণ্ড	।০	৷১০

অনগ্রিম মূল্য।

বার্ষিক	৮॥০	১০

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পংক্তি

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৶০
চতুর্থ ও ততোধিকবার	৷১০

গ্রাহক গণ যখন অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মুল্য পাঠান তাহারা যেন টাকায় নিয়মিত অর্দ্ধআনা কমিসন সম্বলিত অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিনা।

এই পত্রিকার মূল্য বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাঁহারা পাঠাইবেন তাঁহার কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাড়ুয্যের গলি ৫২ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায়ের নামে পাঠাইবেন।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা বহু বাজা হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্রনাথ রায়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়।